''পিতাশ্রী-জীর পূণ্য স্মৃতি দিবসে শোনানোর জন্য বাপদাদার মধুর মহাবাক্য''

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার হৃদয়ের অন্দরে বাচ্চাদেরকে সদা সুখী বানানোর ফার্স্ট ক্লাস আশা থাকে, বাবা এটাই চান যে আমার বাচ্চারা যোগ্য হয়ে স্বর্গের মালিক হবে"

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জানে যে, এখন ভগবান সম্মুখে বসে আমাদেরকে জ্ঞানের গীত শোনাচ্ছেন বা জ্ঞানের ডান্স করাচ্ছেন। এই জ্ঞান ডান্সের দ্বারা তোমরা দেবতাদের মতো সদা সুখী আর হাসিখুশীতে থাকবে। ভগবানকেই অসীম জগতের বাবা বা বিশ্বের রচয়িতা বলা হয়। আত্মারা বুঝতে পারে যে বাবা আমাদের জন্য স্বর্গ উপহার হিসেবে নিয়ে এসেছেন। তিনিই হলেন রচয়িতা। স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তিনি বলছেন যে বাবাকে আর বিশ্বের মালিকানাকে স্মরণ করো। বাবা হলেন অসীম জগতের মালিক তো অবশ্যই সীমাহীন সুবিশাল দুনিয়াই রচনা করবেন। বাচ্চারা, তোমাদের জন্য সমগ্র বিশ্বই হলো বাসস্থান অর্থাৎ ভূমিকা পালনের জন্য স্থান। অসীম জগতের বাবা এসে অসীম বিশ্ব বা গৃহ বানাচ্ছেন, সেটাই হলো স্বর্গ। তো এইরকম বাবার জন্য বাচ্চাদেরকে কতটা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে হবে। বিশ্বের রচয়িতা বাবা ডায়রেক্ট বোঝাচ্ছেন - আমি তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছি তো তোমাদের স্বভাব অত্যন্ত ফার্স্ট ক্লাস হওয়া উচিত । তোমাদের চাল-চলন এমন হওয়া উচিত যাতে সবাই বলে যে এ'তো যেন দেবতা। দেবতারা হলেন সুনামধন্য। বলবে যে এর স্বভাব একদম দেবতাদের মতো। একদমই মিষ্টি ও শান্ত স্বভাবের। তো এইরকম বাচ্চাদেরকে দেখে বাবাও খুশী হন। বাবা স্বর্গের মালিক বানাতে এসেছেন তো তোমাদেরকেও কতোটা সহযোগী হতে হবে! নিজে থেকেই সেবাতে লেগে যেতে হবে। এমন নয় যে - আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি, সময় নেই। সময় অনুসারে সব কাজ করাতেই কল্যাণ সমাহিত রয়েছে । যজ্ঞ সেবার পুরস্কার শিববাবা প্রদান করেন। বাবা বাচ্চাদের দৈবী চাল-চলন দেখে নিজেকেই বাচ্চাদের কাছে উৎসর্গ করে দেন।

বাচ্চারা তোমরা এই পড়াশোনার দ্বারা কতো শ্রেষ্ঠ উপার্জন করছো। তোমরা পদ্ম-পদমপতি হচ্ছো। বাবা তোমাদেরকে কতোই না ধনবান বানাচ্ছেন! বাবা তোমাদেরকে এমনই অক্ষয় খাজানা প্রদান করছেন যা ২১ জন্ম তোমাদের সাথে থাকবে। সেখানে দুঃখের নাম নেই। সেখানে কখনও অকালে মৃত্যু হবে না। মৃত্যুকে কখনও ভয় পাবে না। এখানে কতোই না ভীত সন্ত্রস্ত হয় মানুষ, ক্রন্দন করে। তোমাদের তো খুশী হয় এই কথা ভেবে যে - এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন দুনিয়াতে গিয়ে প্রিন্স হবে। তোমরা এই পুরানো দুনিয়ার থেকে মমতা সরাতে থাকো অর্থাৎ মোহমুক্ত হতে থাকো আর এই দেহকেও ভুলতে থাকো। আমি আত্মা হলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট (স্বাধীন)। ব্যস্, এক বাবা ছাড়া আর কেউ যেন স্মরণে না আসে। বেঁচে থেকেও যেন মৃতবৎ অবস্থাতে থাকতে হবে। এই দুনিয়াতে থেকেও মরে যেতে হবে। বলাও হয় না যে - তুমি মরে গেলে তোমার কাছে সমগ্র জগৎ মৃত । শরীরের অভিমানকে ত্যাগ করতে থাকো। একান্তে বসে এই অভ্যাস করো - বাবা, ব্যস্ এখন আমি আপনার ক্রোড়ে এলাম কি এলাম। এক বাবার স্মরণেই শরীরের অন্ত হবে - একেই বলা হয় একান্ত।

মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা জানো যে এইরকম উঁচু (শ্রেষ্ঠ) পড়া কে পড়াচ্ছেন! এই চৈতন্য ডিব্বাতে চৈতন্য হিরে বসে আছেন, তিনিই হলেন সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ। সত্য বাবা তোমাদেরকে সত্য শ্রীমৎ প্রদান করছেন। বাবার বাচ্চা হয়েছো তো প্রতিটি কদম বাবার শ্রীমতে চলতে হবে। চুপ থাকতে হবে আর পড়তে হবে, এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ক্ষণে-ক্ষণে এই ব্যাজকে দেখতে থাকো তো বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণে এসে যাবে। স্মরণের দ্বারাই তোমরা সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রদান করছো। প্রত্যেক বাচ্চাকে নিজের প্রজাও বানাতে হবে, উত্তরাধিকারীও বানাতে হবে। কোনও মুরলী মিস করবে না। বাবা অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে বোঝাচ্ছেন - মিষ্টি বাচ্চারা নিজের উপরে করুণা করো, শ্রীমতের অবজ্ঞা ক'রো'না।

যে সুগন্ধী ফুল হবে সে সকলকে আকর্ষণ করবে। যে যেরকম আছে, এইরকমই সার্চলাইট নেওয়ার জন্য আকৃষ্ট হবে। সুগন্ধী, গুণবান বাচ্চাদেরকে দেখে স্নেহ আর খুশীতে নয়ন অশ্রুস্নিগ্ধ হয়ে যায়। কিছু কষ্ট হলে বাবা তাকে সার্চলাইট (সকাশ) দেন।

বাবা বোঝাচ্ছেন মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা এই পুরানো দুনিয়াতে কোনও কিছুর আশা রাখবে না। এখন তো কেবল একটাই

শ্রেষ্ঠ আশা রাখতে হবে যে আমি তো এবার সুখধামে যাবো। কোথাও দাঁড়াতে হবেনা। কিছু দেখতে হবে না। শুধু এগিয়ে যেতে হবে। একদিকেই দেখতে থাকো তাহলে অচল অনড় স্থির অবস্থা থাকবে। এখন এই দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে, এখন এই দুনিয়ার অবস্থা খুবই গুরুতর। এইসময় সবথেকে বেশী রাগ প্রকৃতির হয়, এইজন্য সব বিনাশ করে দেয়। তোমরা জানো যে এই প্রকৃতি এখন নিজের রাগ ভয়ংকর রূপে প্রকাশ করবে। সমগ্র পুরানো দুনিয়াকে ডুবিয়ে দেবে। আর্থকোয়েক-এ মহল ইত্যাদি সব ভেঙে পড়বে। অনেক প্রকারের মৃত্যু হবে। এইসব ড্রামার প্ল্যান আগে থেকেই তৈরী হয়ে আছে। এতে কারোরই কোনও দোষ নেই। বিনাশ তো হবেই, এইজন্য তোমাদেরকে এরথেকে বুদ্ধির যোগ সরিয়ে দিতে হবে। তোমরা তো নিজের সবকিছু ইন্সিওর করে দিয়েছে, এইজন্য তোমাদের কোনও প্রকারের চিন্তা নেই। তোমাদের সবকিছুই সফল হচ্ছে।

এখন তোমরা বলবে বাঃ সদ্গুরু বাঃ! যিনি আমাদেরকে এই রাস্তা বলেছেন। বাঃ ভাগ্য বাঃ! বাঃ ড্রামা বাঃ! তোমাদের হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসে - বাবাকে অনেক ধন্যবাদ, যিনি আমাদের থেকে দু-মুঠো চাল নিয়ে সেফ্টি-র (নিরাপদের) সাথে ভবিষ্যতে একশত গুণ রিটার্ণ দেবেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও বাচ্চাদেরকে বিশাল বুদ্ধির অধিকারী হতে হবে। বাচ্চাদের অসীম জ্ঞান ধনের খাজানা প্রাপ্ত হচ্ছে তো অপার খুশীতে থাকতে হবে। হৃদয় যত শুদ্ধ হবে তত অন্যদেরকেও শুদ্ধ বানাতে পারবে। যোগের স্থিতির দ্বারাই হৃদয় শুদ্ধ হয়। বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে যোগী হওয়ার শখ থাকতে হবে। যদি দেহের প্রতি মোহ থাকে, দেহ-অভিমান থাকে তাহলে বুঝে নেবে যে তোমাদের অবস্থা খুবই কাঁচা। দেহী-অভিমানী বাচ্চারাই সত্যিকারের ডায়মন্ড হয়, সেইজন্য যতটা সম্ভব দেহী-অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করো। বাবাকে স্মরণ করো। 'বাবা' শব্দটি হলো সবথেকে বেশী মিষ্টি। বাবা অত্যন্ত স্নেহের সাথে বাচ্চাদেরকে পলকের উপর বসিয়ে সাথে করে নিয়ে যাবেন। এইরকম বাবার স্মরণের নেশাতে থেকে চূর্ণবিচূর্ণ হতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে করতে খুশীতে ঠান্ডা ঠাকুর হয়ে যেতে হবে। যেরকম বাবা অপকারীদেরও উপকার করেন - তোমরাও ফলো ফাদার করো। সুখদাতা হও। বাবার হৃদয়ের অভ্যন্তরে বাচ্চাদেরকে সদা সুখী বানানোর কতো ফার্স্ট ক্লাস আশা থাকে যে বাচ্চারা যোগ্য হয়ে স্বর্গের মালিক হবে।

বাচ্চারা, তোমরা এখন ড্রামার রহস্যকেও জেনে গেছো - বাবা তোমাদেরকে নিরাকারী, আকারী আর সাকারী দুনিয়ার সব সমাচার শোনাচ্ছেন। আত্মা বলছে - নতুন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য এখন আমরা পুরুষার্থ করছি। আমরা স্বর্গে যাওয়ার জন্য যোগ্য অবশ্যই হবো। নিজের এবং অন্যদের কল্যাণ করবো। আচ্ছা - বাবা মিষ্টি বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, বাবা হলেন দুঃখহর্তা, সুখকর্তা তো বাচ্চাদেরকেও সবাইকে সুখ প্রদান করতে হবে। বাবার রাইট হ্যান্ড হতে হবে। এইরকম বাচ্চারাই বাবার প্রিয় হয়। শুভ কার্যে রাইট হ্যান্ডকেই কাজে লাগায়। তো বাবা বলছেন প্রত্যেক বিষয়ে রাইটিয়াস হও, এক বাবাকে স্মরণ করো তো অন্তিম কালে যেমন মতি তথা গতি হয়ে যাবে। এই পুরানো দুনিয়ার থেকে মমতা সরিয়ে নাও। এটা তো হলো কবরখানা। কাজকারবারের চিন্তা বা বাচ্চার চিন্তা করতে করতে মারা গেলে তো বিনা পরিশ্রমে নিজের বরবাদ করে দেবে। শিববাবাকে স্মরণ করলে তোমরা অনেক শ্রেষ্ঠ হবে। দেহ অভিমানে এলেই বরবাদ হয়ে যাবে। দেহী অভিমানী হলে শ্রেষ্ঠ হতে থাকবে। ধন সম্পদেরও অধিক লালসা রাখবে না। ধনের চিন্তা করতে করতে বাবাকেই ভুলে যায়। বাবা দেখছেন সবকিছু বাবাকে অর্পণ করেও কতখানি আমার শ্রীমতে চলে! প্রথম দিকে বাবাও ট্রাস্টী হয়ে দেখিয়েছেন তাই না। সবকিছু ঈশ্বরকে অর্পণ করে নিজে ট্রাস্টী হয়ে ছিলেন। ব্যস্ ঈশ্বরের কার্যেই লাগাতে হবে। বিঘ্নতে কখনও ভয় পাবে না। যতখানি সম্ভব হয়, সার্ভিসে নিজের সবকিছু সফল করতে হবে। ঈশ্বরার্থে অর্পণ করে ট্রাস্টী হয়ে থাকতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মিক বাবা তাঁর আত্মিক বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

অব্যক্ত মহাবাক্য রিভাইস - (১৫-০৪-৭৪)

তোমরা সবাই কি উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছো? সদা লগণে মগন আর বিঘ্ন বিনাশক, এই দুই লক্ষণ কি অনুভব হচ্ছে? বিঘ্ন বিনাশক হওয়ার পরিবর্তে, বিঘ্নকে দেখে নিজের স্টেজ বা স্থিতি থেকে নিচে নেমে তো আসছো না? বিভিন্ন প্রকারের আগত তুফান, তোমাদের বুদ্ধিতে তুফানের জন্ম দিচ্ছে না তো? যেরকম কারো দ্বারা উপহার প্রাপ্ত হলে বুদ্ধি দোলাচলের পরিবর্তে আনন্দিত হয় সেইরকম আগত তুফান আনন্দ প্রদান করে নাকি দোলাচল বৃদ্ধি করে? যদি তুফানকে তুফান মনে করো তাহলে দোলাচল হবে আর উপহার মনে করলে বা অনুভব করলে তো তার দ্বারা আনন্দ আর সাহস অধিক বৃদ্ধি হবে। এসব হলো উন্নতি কলার লক্ষণ। ঘাবড়ানোর পরিবর্তে গভীরে গিয়ে অনুভবের নতুন নতুন রত্ন এই পরীক্ষা রূপী

সাগরের থেকে প্রাপ্ত করবে, কেননা দোলাচলের মধ্যেই রত্ন সুপ্ত থাকে। উপর-উপর থেকে অর্থাৎ বহির্মুখী দৃষ্টি আর বুদ্ধির দ্বারা দেখলে দোলাচল দেখা যাবে অথবা অনুভব হবে । কিন্তু সেই আগত পরিস্থিতিকে অন্তর্মুখী দৃষ্টি বা বুদ্ধি দিয়ে দেখলে অনেক প্রকারের জ্ঞান রত্ন অর্থাৎ পয়েন্টস্ প্রাপ্ত হবে।

যদি কোনও কথা দেখে বা শুনে আশ্চর্য অনুভব হয় তো এটাও ফাইনাল স্টেজ নয়। এইরকম তো হওয়া উচিত নয়... ড্রামার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যদি এইরকম সংকল্প উৎপন্ন হয় তো একেও অংশমাত্র দোলাচলের রূপ বলা হবে। এখনও পর্যন্ত কেন, কী -র কোশ্চেন (প্রশ্ন) যদি ওঠে তো এর অর্থ হলো দোলাচল। যতটা বিঘ্ন আসা নিশ্চিত ততটাই বিঘ্ন বিনাশক স্থিতিতে থাকা, এটাই হল হর্ষিত থাকার সাধন। নাথিং নিউ এটাই হলো ফাইনাল স্টেজ। যদি কোনও দোলাচলের কর্তব্য করো বা পার্ট প্লে করছো, তো সমুদ্রের উপরিভাগে দোলাচল যদিও দেখাও দেয় অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয়গুলির দোলাচলে চলে আসছো কিন্তু স্থিতি হবে নাথিং নিউ । একাগ্র, একরস, একান্ত অর্থাৎ এক রচয়িতা আর রচনার অন্তকে যে জানে, ত্রিকালদর্শীর স্টেজের উপরে আরামে শান্তির স্থিতিতে স্থিত রয়েছো নাকি কর্মেন্দ্রিয়গুলির দোলাচল আন্তরিক স্থিতিকেও নাড়িয়ে দেয়? যখন স্থুল সাগর দুই রূপই দেখায় তো মাস্টার জ্ঞান সাগর কি এইরকম রূপ দেখাতে পারবে না? এই প্রকৃতি তো পুরুষের থেকেই কপি (নকল) করছে। তোমরা তো হলে পুরুষোত্তম। যখন প্রকৃতি নিজের কোয়ালিফিকেশন দেখাতে পারে, তো এই পুরুষোত্তমরা কি দেখাতে পারবে না?

এখন সময় অতি-র দিকে এগিয়ে চলেছে। চারিদিকের সবকিছুই অতীব রূপে দেখতে পাওয়া যাবে। অন্তের লক্ষণ হলো এই অতি। তো যেরকম প্রকৃতি সমাপ্তির দিকে অতি-তে যাচ্ছে, সেইরকমই সম্পন্ন হতে চলা আত্মাদের সামনে এখন পরীক্ষা বা বিঘ্নও অত্যধিক পরিমাণে আসবে। সেইজন্য এটা ভেবে আশ্চর্য হবে না যে আগে তো এসব হত না, এখন কেন হচ্ছে? এইরূপ আশ্চর্যান্বিত হবে না। ফাইনাল পেপারে আশ্চর্যজনক বিষয় কোশ্চেনের রূপে আসবে, তবেই তো পাশ আর ফেল হতে পারবে। এমন এমন কথা আসবে যেটা না চাইতেও বুদ্ধিতে কোশ্চেন উৎপন্ন করবে, এটাই তো হলো পরীক্ষা। আর এই পরীক্ষা হবে এক সেকেণ্ডের। কেন-র সংকল্প চন্দ্রবংশীর লাইনে দাঁড় করিয়ে দেবে। সেইজন্য একরস স্থিতিতে স্থিত হওয়ার অভ্যাস নিরন্তর যেন হয় । সমস্যার সীট-কে দেখে বিচলিত হবে না। বরং সীটের উপরে বসে সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে হবে। এখনও পর্যন্ত সমস্যা, সীটের (স্থিতির) কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন বিঘ্ন আসে, তখন বিশেষ যোগ লাগাতে থাকো আর ভাট্টি রাখো, এর থেকে প্রমাণ হয় যে শত্রুই অস্ত্র-শস্ত্রের স্মরণ করায় কিন্তু স্বতঃ আর সদা স্মৃতি থাকে না। নিরন্তর যোগী হয়েছো নাকি অন্তরযুক্ত বা ক্ষণস্থায়ী যোগী হয়েছো? টাইটেল তো হলো নিরন্তর যোগী তাই না! শত্রু আসবেই না, সমস্যার মোকাবিলাও করতে হবে না। শূল থেকে কাঁটা হওয়া, এটাও ফাইনাল স্টেজ নয়। শূল থেকে কাঁটা হবে, তার পরিবর্তে কাঁটাকে যোগাগ্নির দ্বারা দূর থেকেই ভস্ম করে দাও। কাঁটা লাগবে, তারপর কাঁটা বের করবে, এটাও ফাইনাল স্টেজ নয়। কাঁটাকে নিজের সম্পূর্ণ স্টেজের দ্বারা সমাপ্ত করে দেওয়া, এটাই হলো ফাইনাল স্টেজ। এইরকম লক্ষ্য রেখে নিজের স্টেজকে উন্নতি কলার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলো। বড় কথাকে ছোটো অনুভব করা, এই স্টেজ পর্যন্ত নম্বরের ক্রমানুসারে যথাশক্তি পৌঁছে গেছো। এখন সেই স্টেজ পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে যেখানে অংশ আর বংশও সমাপ্ত হয়ে যাবে।

তোমরা সবাই সাহস, উদ্দীপনা আর সদা সকলের সহযোগী হয়ে চলছো তাই না! কলিযুগী দুনিয়াকে সমাপ্ত করার জন্য বা পরিবর্তন করার জন্য, মায়াকে বিদায় দেওয়ার জন্য সংগঠন অর্থাৎ চক্রব্যূহ তৈরী করেছো তাই না! মজবুত চক্রব্যূহ তৈরী করেছো নাকি মাঝে-মধ্যে কেউ ঢিলা হয়ে যায় অথবা ক্লান্ত হয়ে যায় বা চলতে-চলতে দাঁড়িয়ে যায়? না এগিয়ে যেতে পারে আর না পিছিয়ে আসতে পারে, সেখানেই স্থির হয়ে যায়, এই পাঠ তো পাক্কা করছো না? সময় ধাক্কা লাগালে এগিয়ে যাবো, এইরকম চিন্তা করে যেখানে আছো সেখানেই দাঁড়িয়ে নেই তো? কারো থেকে কোনও প্রকারের সাহায্যের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে যাও নি তো? এইরকম স্থিতি যুক্ত আত্মাদের কি বলা হবে? এটাকেই কি অঙ্গদের স্থিতি মনে করো? যদি এইভাবে দাঁড়িয়ে যাও তাহলে যে লাস্টে ছিল, সে ফাস্ট চলে যাবে। যখন পাহাড়ে তুষারপাত হয় আর রাস্তায় জমে যায়, তখন রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। আবার সেই বরফকে গলানোর জন্য বা তাকে সরানোর জন্য পুরুষার্থ করতে থাকে, এখানেও যদি বরফের মতো জমে যাও তো এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে যোগ অগ্নির ঘাটতি আছে। যোগ অগ্নিকে তেজ করো তো রাস্তা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। প্রাপ্ত হওয়া সাহস আর উদ্দীপনার পয়েন্টস্ বুদ্ধিতে চিন্তন করো তো রাস্তা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। পুরুষার্থের গতিতে অঙ্গদ হও, মায়ার কাছে পরাজিত হওয়ার জন্য অঙ্গদ হয়ো না, বিজয়ী হওয়ার জন্য অঙ্গদ হও। আচ্ছা!

উচ্চ থেকেও উচ্চতম বাবার থেকে পালনা নেওয়া আত্মাদের, বিশ্বকে পালনকারী, বিষ্ণুকুলের শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, প্রকৃতিকে পরিবর্তনকারী পুরুষোত্তম আত্মাদের, বিশ্বের সামনে সাক্ষাৎ মূর্তি প্রসিদ্ধ হওয়া আত্মাদের, যোগী তু আত্মাদের প্রতি

বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর গুডমর্নিং।

বরদানঃ- সেবাতে থেকে সম্পূর্ণতার সমীপতার অনুভবকারী ব্রহ্মা বাবার সমান এক্সাম্পেল (উদাহরণ স্বরূপ) ভব

যেরকম ব্রহ্মা বাবা সেবাতে থেকে, সমাচার শুনতে শুনতে একান্তবাসী হয়ে যেতেন। একঘন্টার সমাচারকে ৫ মিনিটে সংক্ষিপ্ত সারে বুঝে বাচ্চাদেরকে খুশী করে, নিজের অন্তর্মুখী, একান্তবাসী স্থিতির অনুভব করিয়ে দিতেন। সেইরকম ফলো ফাদার করো। ব্রহ্মা বাবা কখনও বলেননি যে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, বরং বাচ্চাদের সামনে এক্সাম্পেল (উদাহরণ স্বরূপ) হয়েছিলেন। এখন সময় অনুসারে এই অভ্যাসেরই প্রয়োজন। অন্তরে ভালোবাসা (লগন) থাকলে সময় বের হয়ে যাবে আর অনেকের জন্য এক্সাম্পেল হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- সকল কর্মে - কর্ম আর যোগের অনুভব হওয়াই হলো কর্মযোগ।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন - সর্বদা এই লক্ষ্য যেন স্মরণে থাক যে, আমাকে বাবার সমান হতে হবে। অতএব যেরকম বাবা হলেন লাইট সেইরকম ডবল লাইট। অন্যদেরকে দেখো বলেই দুর্বল হয়ে যাও, সেইজন্য সী ফাদার, ফলো ফাদার করো। উড়তি কলার শ্রেষ্ঠ সাধন কেবল একটিই শব্দ, তা হলো - 'সবকিছু তোমার' । 'আমার' শব্দ পরিবর্তন করে 'তোমার' করে দাও। আমি তোমার, তো আত্মা হলো লাইট আর যখন সবকিছুই তোমার, তখন লাইট (হাল্কা) হয়ে যাবে।